স্পট: বনভোজন

# ‘আল্লার কসম এইবার খাতা দেখে বলছি আর ৩ ওভার আছে!’

**প্যাকেজ ফোরামের আয়োজনে শিল্পী কলাকুশলীদের বনভোজন অনুষ্ঠিত হলো ১ মার্চ শুক্রবার। গাজীপুরের পুষ্পদামে সেদিন জমেছিলো শিল্পী-কলাকুশলীদের মিলন মেলা। সারাদিনের সে বনভোজনে সাপ্তাহিক ২০০০ থেকে ছিলেন শেখ মনজু ও রুহুল তাপস ছবি : এন্ড্রু বিরাজ**

সকাল ৮.০০ : সংসদ ভবনের উল্টোপাশে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে ভিড় জমছে কেবল। পিকনিকের বাস এখান থেকে এখনই ছাড়ার কথা। কিন্তু ভাব দেখে মনে হচ্ছে আরো অন্তত এক ঘন্টা লাগবে। কারণ সবেমাত্র সবাই আসতে শুরু করেছে। তিনটি প্রিমিয়াম এসি বাস এক সারিতে দাঁড়ানো। মামুনুর রশীদ, মাসুম রেজা, বাদল রহমান এলেন প্রায় পরপর। আসছেন আরো অনেকেই। এরই মধ্যে একটি বাস পাঠিয়ে দেয়া হলো কাকরাইলে প্রোডাকশন হাউজ টেলিহোম-এর সামনে। কারণ অনেকেই সেখানে অপেক্ষা করছেন, তাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে।

৮.৩০ : কেউ কেউ চা খেয়ে নিজেদের চাঙ্গা করে নিচ্ছেন। সালাহ্উদ্দিন লাভলু এসে পড়েছেন। এসেই তিনি হাসি-আনন্দে মাতিয়ে ফেলেছেন সবাইকে। সঙ্গী তার আরেক দিলখোলা মজার মানুষ মোহন খান। একপাশে এ দু'জনের সঙ্গে আড্ডায় জমেছেন আনজাম মাসুদ, ইলিয়াস কল্লোল, জয়, নাদিয়া, চাঁদনী। মিলা এলেন। দেরিতে এসে খুব খুশি– এমন ভাব নিয়ে হেসে হেসে বললেন– ‘এখানে সবার আগে আসার কথা ছিলো আমার, শ্রাবন্তী, অপি, শাহেদ আর শিমুল ভাইয়ের। কথা ছিলো আমরা সবাইকে রিসিভ করবো। কিন্তু এখন দেখি আমি ছাড়া আর বাকিরা কেউ আসেইনি।’ বুলবুল আহমেদ, ডেইজী আহমেদ, ঐন্দ্রিলা, জয়া, লুবনা আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, রেশমা, স্বপ্না, চয়নিকা চৌধুরীসহ অনেকেই প্রায় চলে আসছেন। তাই দেখে আনজাম বললেন– ‘সবাই মনে হয় এসে গেছে। আমি তাইলে আমার বউরেও নিয়া আসি। একটু পরেই রুমানাকে দেখা গেল সবার সঙ্গে হৈ চৈ চিল্লাচিল্লি করে ভাব বিনিময় করছেন। বাসগুলো ভরে উঠতে শুরু

*ফটোসেশনে তারকারা*

করেছে। অনেকেই নিজেদের গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত। সেভাবেই তারা চলে যাবেন পুষ্পদামে। কতগুলো মাইক্রোও দাঁড়িয়ে আছে। মাইক্রোতেও যাবেন অনেকে।

৯.০০ : পিকনিকের বাস চলতে শুরু করলো গাজীপুরের উদ্দেশে। বাসগুলোতে গান শোনার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় নিজেদেরকেই সে ব্যবস্থা করতে হয়েছে। মানে সবাই নিজেরা নিজেরা নেচে-গেয়ে, হাস্য-কৌতুক করে মাতিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলো। কিন্তু পেটে ক্ষুধা নাচ-গান কি আর ভালো লাগে? তখনো নাস্তা দেয়া হয়নি কাউকে। পিকনিক স্পটে গিয়ে তবেই নাস্তা দেয়া হবে, কথা সেরকমই। তাই উত্তরা এসে অনেকেই বাস থামিয়ে নেমে গেলেন নাস্তা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। নাদিয়ার আগ্রহ মনে হয় একটু বেশিই ছিলো। তাড়াতাড়ি লাবাম্বাতে যাওয়ার জন্য বাস থেকে নামলেন ইয়া বড় লম্ফ দিয়ে। লম্ফ দিয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন– কী ব্যাপার? ব্যাপার আসলে গুরুতর। তার নীল ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং করে পরা সাধের কাঠের স্যান্ডেলের একটা ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেছে– দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণ সেটাই। নাস্তা খাওয়া মাথায় উঠলো তার। সবচেয়ে জরুরি এখন একজন মুচি। দুর্ভাগ্য তার, মুচি সাহেবকে পাওয়া গেলো না শত খুঁজেও। সৌভাগ্যবশত কাছেই ছিলো তার এক পরিচিতার বাসা। বাস থেকে ১০ মিনিট সময় নিয়ে সমস্যা সমাধান করে এলেন নাদিয়া। এ রকম ছোটখাটো সমস্যা আর রাস্তায় মাঝে মাঝে সামান্য বিরতি দিয়ে পুষ্পদামে যখন গাড়িগুলো পৌঁছলো, ঘড়িতে তখন পৌনে এগারোটা।

*তারকাদের মনোযোগ এখন হাউজি খেলায়*

১১.০০ : সালাহ্উদ্দিন লাভলু, জিনাত হাকিম, সীমা দাসগুপ্তা সবাইকে পুষ্পদামে স্বাগতম জানাচ্ছেন। তাদের গাড়ি সবার আগেই পৌঁছেছে। একে একে সবাই সবুজ পুষ্পদামে পা ফেলছেন। এখানে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নাস্তার জন্য দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়ে গেলো। বুফে সিস্টেমে সবাই নাস্তা সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনেককে দেখা গেল কুশল বিনিময় চালিয়ে যাচ্ছেন তখনো। কারণ একেকজন একেক গাড়িতে থাকায় দেখা হয়নি তখন। এখন সবার সঙ্গেই সবার দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। পিকনিক স্পটে প্রাচীরের বাইরে দেখা গেল উৎসুক মানুষের মুখ। টিভিতে দেখা পরিচিত মুখগুলোকে দেখে নিচ্ছে তারা পরম আগ্রহে। এদিক-ওদিক হেঁটে হেঁটে নাস্তা সেরে নিচ্ছেন সবাই। মাইকে একের পর এক ঘোষণা ভেসে আসছে। জিনাত হাকিম অনেকটা প্রোডাকশন ম্যানেজারের মতো নাস্তার পর্ব বন্ধ ঘোষণা করলেন।

১১.৩০ : মাসুম রেজা মাইকে ঘোষণা দিলেন ক্রিকেট ম্যাচ হবে শিল্পী বনাম কলাকুশলীর মধ্যে। শিল্পী দলের ক্যাপ্টেন তুষার খান আর কলাকুশলী দলের ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দীন সেলিম। তার হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে চাঁদনীর ঘোষণা 'ব্যালেন্স রেস (মুখের চামচে মার্বেল নিয়ে দৌড়) খেলতে আগ্রহী শুধু ছেলেদেরকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে!' অনেককেই আগ্রহী দেখা গেল। তারা চাঁদনীর কাছে নাম লিখিয়ে নিচ্ছেন।

১১.৪০ : র‍্যাফেল ড্র'র টিকেট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। নাদিয়া, রুমানা, তিন্নি, চাঁদনী, জিনাত হাকিম, স্বপ্না, শিমু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টিকেট বিক্রি শুরু করেছেন। তাদের ভয়াবহ পারফরমেন্সে এক সময় টিকেট-আতঙ্ক দেখা গেল সবার মাঝে। কারণ সবাইকেই তারা ২৫ টাকা মূল্যের ৩/৪টি করে টিকেট কিনতে বাধ্য করে ছাড়ছেন। বিশেষ করে রুমানা, চাঁদনী তো আরো দুই ডিগ্রি ওপরে। দেখা গেল একজনের কাছেই তারা ৩/৪ জন টিকেটওয়ালি এসে ভিড় করেছে, অনেককে তাই সবার কাছ থেকেই টিকেট নিতে হয়েছে। টিকেট বিক্রিতে প্রতিযোগিতার কারণ দলনেত্রী জিনাত হাকিম ঘোষণা দিয়েছেন, যার টিকেট বই আগে শেষ হবে সেই প্রথম তিনজনকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

১২.০০ : মাঠে খেলা শুরু হবে এখনই।

*খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত নিমা রহমান। তারকারা রাঁধতেও জানে*

*মেয়েদের মার্বেল ব্যালেন্স দৌড়ে তারকারা*

প্রথমে বাচ্চাদের দৌড়। তাদের খেলা শেষে মেয়েদের মার্বেল রেস শুরু হতে যাচ্ছে। মাঠের চারপাশে দর্শক হিসেবে দাঁড়াতে শুরু করলেন সবাই। রেসের জন্য প্রস্তুত চয়নিকা চৌধুরী, জিনাত হাকিম, ঐন্দ্রিলা, ডেইজি আহমেদ, নাতাশা, মিলা, রিজিয়া পারভীন, লুবনা আহমেদ, স্বপ্না, ইতি, কিশোর, রেশমাসহ প্রায় ২৫ জন প্রতিযোগী। দৌড় শুরু হলো। কিন্তু বিচারকদের ম্যাচফিক্সিং-এর কারণে রেজাল্ট বাতিল ঘোষণা করা হলো। দ্বিতীয়বারও একই অবস্থা। অবশেষে তৃতীয়বারে ফলাফল পাওয়া গেল। একই ব্যাপার ছেলেদের খেলায়ও। তারা অবশ্য আরো এককাঠি সরেস। অনেকেই চামচে চুইংগাম লাগিয়ে নিয়েছেন, যেমন তুষার খান, সালাহউদ্দিন লাভলু, তৌকীর আহমেদ, তপন চৌধুরী, জাহিদ হাসান। তো নিমা রহমান এসে একে একে সবাইকে চেক করলেন। তারপর খেলা পরপর ২ বার। প্রথমবার ম্যাচফিক্সিং-এর কারণে খেলা পন্ড।

১২.৩০ : শিল্পী বনাম কলাকুশলীদের ক্রিকেট খেলা শুরু হয়ে গেছে মাঠে। ব্যাটিং-এ কলাকুশলী দল। আম্পায়ার হিসেবে আছেন মামুনুর রশীদ। শিল্পী দলে ফিল্ডিং করছেন আতাউর রহমান, কেএস ফিরোজ, নাদের চৌধুরী, তৌকীর আহমেদ, জাহিদ হাসান, আজিজুল হাকিম, সালাহউদ্দিন লাভলু, তুষার খান, শামস সুমনসহ প্রায় ১৫/২০ জন। এদিকে মাঠের বাইরে বসে স্কোরারের দায়িত্ব পালন করছেন নিমা রহমান। মাঠের আরেক পাশে শাকুর মজিদ বসেছেন খেলার ফটোগ্রাফার হিসেবে। তার পাশেই জিনাত হাকিমের নেতৃত্বে চাদর বিছিয়ে মেয়েরা দলবেঁধে বসে খেলোয়াড়দের উৎসাহ জোগাতে শুরু করলেন।

১২.৪৫ : মাঠে চলছে খেলা। আর ওদিকে প্যান্ডেলের সামনে সুন্দরী আর সুন্দর প্রতিযোগিতার নাম সংগ্রহ করছেন আনজাম-রুমানা। অবশ্য পুরো অনুষ্ঠানে আনজাম ছিলেন উপস্থাপকের দায়িত্বে। একটু পর এখানে শুরু হলো কলা খাওয়া প্রতিযোগিতা। তখনো র‍্যাফেল ড্র আর হাউজির টিকেট বিক্রি চলছে।

১.০০ : ফটোসেশন চলছে মাঠের পাশে। ঘরের বারান্দায়। খেলায় মোহন খান ব্যাট করছেন, বল করছেন আতাউর রহমান। হাঁটুতে একটু ব্যথা পাওয়ায় খেলা থেকে রিটায়ার্ড করলেন মোহন খান। অন্যদিকে জিনাত হাকিম ২৫টি আইসক্রিম কিনে সবাইকে রোদ থেকে ঠান্ডা করার প্রয়াস নিয়েছেন। ব্যাট করছেন সৈনিক। শিমুলের বলে তিনি সজোরে এক ছক্কা হাঁকালেন। বল গিয়ে পড়লো পানিতে। লাভলু এসে তাকে বললেন– 'খেলা শেষ। তোমরা শূন্য রানে পরাস্ত হইছো!' কিন্তু আবারো বল খুঁজে পেতে খেলা শুরু হলো। তারিক আনাম ক্লান্ত হয়ে মাঠে চেয়ারে বসে ফিল্ডিং করতে শুরু করলেন। শিমুল স্কোরারের কাছে চিৎকার করে জানতে চাইলেন 'কী ব্যাপার, এখনও ১০ ওভার শেষ হয়নি?' স্কোরার নিমা রহমান ততো জোরে চিৎকার দিয়ে বললেন– 'আল্লার কসম এইবার খাতা দেখে বলছি আর ৩ ওভার আছে!' যা হোক শিল্পী দলের পক্ষে আতাউর রহমান ব্যাটিং শুরু করলেন। একটু পরে আবুল হায়াত এসে ঘোষণা দিলেন খেলা ড্র!

১.৪৫ : খেলা শেষ। মাঠ খালি হতে শুরু করেছে। এ সময়েই আইয়ুব বাচ্চু এলেন। এসেই পড়লেন টিকেটওয়ালিদের খপ্পরে। মাইকে ঘোষণা চলছে দুপুরের খাবার রেডি। তা শুনে সবাই তড়িঘড়ি হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হতে চললেন। আবারো ঘোষণা, প্রথমে বাচ্চা আর মহিলারা লাইনে দাঁড়িয়ে যান। তাদেরকেই আগে খাবার সার্ভ করা হবে। অতঃপর ছেলেদের পালা।

২.১৫ : খাবার সংগ্রহের জন্য ৩টা লম্বা লাইন হয়ে গেছে। তারিন, ঈশিতা, জয়া, তনিমা, সুইটি, টিসা, ঐন্দ্রিলা, নাদিয়া, চাঁদনী, রুমানাকে দেখা গেল মেয়েদের লাইনের অগ্রভাগে। এখানে-ওখানে বসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দুপুরের খাবার পর্ব চললো অনেকক্ষণ। এর আগে সবাই কমলা আর কলা খাওয়ায় ক্ষুধা এতোটা টের পাননি হয়তো। তাই ধীরে ধীরে মজা করে শেষ হলো খাবার পর্ব।

*এই তুই একাই খাচ্ছিস*

৩.১৫ : খাওয়া-দাওয়া শেষে প্যান্ডেলের নিচে সবাই বসেছেন গা এলিয়ে। মাইকে পরপর কয়েকটি বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন কায়েস চৌধুরী। পিকনিকের সেরা রোমান্টিক কাপল নির্বাচিত হলেন নওয়াজীশ আলী খান দম্পতি। এই পুরস্কারের বিচারক ছিলেন ইমদাদুল হক মিলন। সাইমন ড্রিং তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন। এরপর মোহন খান পেলেন 'মোস্ট স্পোর্টি পার্সন অব দ্য ডে' পুরস্কার। বাদল রহমানের হাত থেকে পুরস্কার সংগ্রহ করেন তিনি।

৩.৩০ : শুরু হলো হাউজি খেলা। এর ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ পুরস্কারগুলোর ঘোষণা দেয়া হতে থাকবে। হাউজির নাম্বার মেলাতে বেশ মনোযোগী হয়ে গেলেন জুয়াড়িরা (!) সবাই। ৫ মিনিটের মাথায় ঐন্দ্রিলা মিলিয়ে ফেললেন ৩০০ টাকা মূল্যের প্রথম লাইন। আবারো সবাই দ্বিতীয় লাইন মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুইটি, চাঁদনী, মিলা মিলে মেলাচ্ছেন একটা, অন্যদিকে সীমা দাসগুপ্তা, তারিন, জয়া, টনি- প্রিয়া, নাদিয়া মেলাচ্ছেন নিজেদের শিট। তপন চৌধুরী, বেবী নাজনীন, রিজিয়া, আলম আরা মিনু, রবি চৌধুরী, সামিনা চৌধুরী, ফাহমিদা আলম বসেছেন এক পাশে। আইয়ুব বাচ্চু, শওকাতও মনোযোগী খেলায়! আফসানা মিমি, মাহফুজ আহমেদ এলেন এ সময়। ঘুরে ঘুরে দেখা করলেন সবার সঙ্গে। এরপর মাহফুজকে দেখা গেল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ফটোসেশনে।

৪.০০ : 'উওম্যান অব দ্য ডে' পুরস্কার দেয়া হবে এখন। বিচারক আবুল হায়াত। স্টেজে উঠে হেসে বললেন 'এ বিচারকের দায়িত্ব পাওয়ার কারণে এখানকার প্রায় সব মেয়েদের দিকেই আড়চোখে তাকাতে হয়েছে আমাকে!' এ কথা শুনে ফেরদৌস হাসান মিসেস হায়াতকে গিয়ে বললেন– 'ভাবি ও নাকি ২ দিন অসুস্থ ছিলো? বেটা তো তালে ঠিকই আছে!' আবুল হায়াত তার ঘোষণা দেওয়ার জন্য মুখ খুললেন– 'আজকের পিকনিকের 'উওম্যান অব দ্য ডে' হচ্ছেন...', হুমায়ূন ফরীদি পেছন থেকে বলে উঠলেন 'আমি আমি!' সবাই হেসে উঠলেন তার কথা শুনে। যাই হোক 'উওম্যান অব দ্য ডে' নির্বাচিত হলেন তারিন। তপন চৌধুরী তার হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন।

*রিং খেলায় দক্ষ জাহিদ*

৪.১৫ : হাউজি চলছেই। একে একে নাতাশা, আইয়ুব বাচ্চু, সোহেল আরমান, সীমা, আলম আরা মিনু, সামিনা চৌধুরী লাইন মিলিয়ে পুরস্কার পেয়ে গেলেন। মিলা, চাঁদনী, সুইটি একরাশ হতাশা নিয়ে লাইন মেলাতে ব্যস্ত হলেও হতাশার শেষ হয়নি শেষ পর্যন্ত। আর লিটু আনাম ছিলেন নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

৪.৩০ : ঈশিতা 'মোস্ট কেয়ারিং পার্সন অব দ্য ডে'র পুরস্কার তুলে দিলেন আলী বশিরের হাতে। এরপর বিচারক আতাউর রহমানের বিচারে 'মোস্ট গ্ল্যামারাস লেডি অব দ্য ডে' নির্বাচিত হলেন রুমানা খান। রুমানা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর এসে আবুল হায়াতের হাত থেকে পুরস্কার তুলে নিলেন চুপচাপ।

৫.৩০ : হাউজি শেষ হলো। ৫ হাজার টাকার হাউজির পুরস্কার পেলেন রিজিয়া পারভীন, পুরস্কার বিতরণী আর র‍্যাফেল ড্র শুরু হলো। প্রায় ৭৬টি পুরস্কারের জন্য সবাই হাতে টিকেট নিয়ে বসে গেলেন। বই, ভার্জিন ক্যান, টেবিল ল্যাম্পসহ প্রথম পুরস্কার লীজান হারবালের সৌজন্যে ঢাকা-কলকাতা-ঢাকার টিকেট। একে একে অনেকেই পুরস্কার পেলেন। কয়েকজন পেলেন একাধিক।

৬.৩০ : র‍্যাফেল ড্র শেষ। হৈ চৈ শেষ। সারাদিনের পিকনিকও শেষ এখন। সবাই ছুটতে শুরু করলেন গাড়ির দিকে, এরওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসছেন সবাই।

৬.৪৫ : গাড়ি চলতে শুরু করলো ঢাকা পানে। সারাদিনের হৈ চৈ, হাসাহাসিতে কেটে গেলেও বাসে বসে সবাই একটু বিশ্রাম করার সুযোগ নিলেন। আবার তখনো অনেককে দেখা গেল গান গাইতে। মিলা, নাদিয়া সারাপথ জুড়ে মেহ্‌রীনের 'আনাড়ি' গানটি গাইতে গাইতে এলেন।

রাত ৮.০০ : গাড়িগুলো আবার সেই সকালের জায়গায় স্থির। পার্থক্য সকালে গাড়িগুলো ধীরে ভরে উঠেছিলো– এখন শূন্য হচ্ছে, একা হচ্ছে। সারাদিন একত্রে কিছু সুন্দর সময় কাটিয়েছে কতোগুলো মানুষ। এখন তারা একা হয়ে পড়ছে। যে যার পথে, যে যার ঘরপানে পা বাড়াতে শুরু করেছে সবাই, একা...

*অল্প বয়েসে ভালো খ্যাতি পেয়েছে বাছা*